যৌবনের ইবাদত

সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

যৌবনে ইবাদতের ফযীলত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তা'আলা** আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ সমূহ শুনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদ পাক পড়ে, তবে সে আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নাম পেশ করে থাকে। সে বলে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহূর্তে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।" (মুসনাদে বাজারিজ, ৪র্থ খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪২৫)

দূর নযদীক কে সুননে ওয়ালে ওয়হ কান,
কানে লা'লে কারামাত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً: صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানের বিষয় বস্তু "যৌবনে ইবাদতের ফযীলত" সাধারন যৌবনকালে নির্ভীক ও দুঃসাহসী বার্তা এবং ঐ সুন্দর মূহুর্তটার প্রতি মূল্যহীনতা বার্ধক্যে আফসোসের কারণে হয় এই কারণে যতদিন যৌবন বাকী থাকে এবং সুস্থ নিরাপদে থাকে, তবে তার বেশি থেকে বেশি ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করা জরুরী।

ইবাদত পরায়ন যুবক

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এক যুবককে লোকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে জংগলে একটি জায়গায় ইবাদতে মগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তাকে সালাম দিলাম, সে সালামের জবাব দিল। আমি তাকে বললাম: হে যুবক! তুমি এই নির্জন জায়গায় কেন? সেখানে তোমার কোন সাহয্যকারী ও বন্ধু নেই? সে বলল: কেন থাকবেনা! আমার প্রতিপালকের শপথ! আমার সাহায্যকারীও রয়েছে, বন্ধুও রয়েছে। তিনি তার সম্মানের সাথে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন, তার ইল্‌ম ও হিকমতের দ্বারা আমার সাথে রয়েছে, তিনি হিদায়াতের সাথে আমার সামনে এবং নিয়ামত ও আহত্ব দ্বারা আমার ডানে-বামে। যখন আমি কথা গুলো শুনলাম তখন আরয করলাম: আপনি কি আমাকে আপনার সংস্পর্শে থাকার অনুমতি দিবেন? তখন সে বলতে লাগল: আপনার সঙ্গটা আমাকে আমার ইবাদত থেকে অলস করে দিবে। আর আমি সেটা পছন্দ করব না। কেননা, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত জমিনের বাদশা আমার জন্য যতেষ্ট। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কি এই নির্জন জায়গায় ভয় হয় না। সে আমাকে জবাব দিল: যার প্রিয় বন্ধু **আল্লাহ্ তাআলা** তার আবার ভয় কিসের! আমি জিজ্ঞাসা করলাম: খাবার কোথা থেকে আহার করেন? উত্তর দিল: যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন তিনি তাঁর দয়ায় মায়ের পেটের ভিতর আমাকে খাবার দিয়েছিলেন। আর এখন যখন আমি বড় হয়ে গেছি, তবে তিনি কি আমার দায়িত্ব নিবেন না? আমার রিযিক তাঁর উপর নির্ধারিত রয়েছে এবং সেটার সময়ও লিখা রয়েছে। তার পর আমি তাকে দোয়া করার জন্য বললাম, তখন তিনি আমাকে এইভাবে দোয়া করলেন:

www.dawateislami.net

"**আল্লাহ্ তাআলা** আপনার চোখকে তার নাফরমানি থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার অন্তরকে তাঁর ভয়ে ভরপুর করুন। আর আপনাকে ঐ লোকদের মত না বানান, যারা তাঁর ইবাদত থেকে অলস হয়ে রয়েছে।" এর পর সে যখন যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেল, তখন আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আমার ভাই! পরবর্তীতে কখন আবার আপনার সাথে দেখা হবে? তখন সে হেঁসে বলল: আজকের পর দুনিয়াতে আর কখনো দেখা হবে না। হ্যাঁ! কিয়ামতের দিন সমস্ত লোকেরা যখন একত্রিত হবে, তখন আপনি যদি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চান তবে **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে দীদারকারীদের মধ্যেই খুঁজবেন। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কী ভাবে এটা জানা হয়ে গেল? উত্তর দিলেন: তাঁর সম্মানের কসম! তার কারণ জেনে গেলাম। কেননা, আমি আমার চোখকে হারাম কৃত বস্তু সমূহ থেকে এবং নিজের নফসকে কামনা ও বাসনা থেকে দূরে রেখেছি। অনেক রাত আমি তার ইবাদতের জন্য একাকীত্ব অবলম্বন করেছি। আমি আশা করছি তিনি আমার উপর খুশি হবেন, এরপর পরিণামে তিনি আমাকে তাঁর দীদার করবেন। তারপর ঐ যুবক অদৃশ্য হয়ে গেলে। এর পর থেকে তার সাথে আর কখনো সাক্ষাত হয়নি।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রহো মাস্ত বে খুদ মে তেরী ভিলা মে,
পিলো জাম এইছা পিলা ইয়া ইলাহী!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনার মধ্যে ঐ যুবক যৌবন কালে দুনিয়ার রঙ্গিন ভোগ বিলাস ছেড়ে ইবাদত ও রিয়াযতের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে এবং শরীয়াতে হারাম কৃত বস্তু দেখা থেকে বিরত ছিল। আর একাকী ভাবে ঐ নির্জন জঙ্গলে বসবাস করতে কুণ্ঠিত হননি। এই ঘটনার মধ্যে বিশেষ করে ঐ সব যুবকদের জন্য শিক্ষা ও অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। যারা নিজরে যৌবনের নেশায় বেহুশ হয়ে নফস ও শয়তানের প্রতারনায় পরে গুনাহের মধ্যে ডুবে রয়েছে এবং **আল্লাহ্ তাআলার** অসন্তুষ্টির শিকার হয়।

---

[১] (আররওদ্বুল ফায়েক, আল মজলিসুল হাদী, ওযাস সালাসোনা ফি মানাকিবুস সালিহিন, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তাদের উচিত, যৌবনের গুরুত্ব বুঝে ঐ মূল্যবান মূহুর্তটাকে অহেতুক নষ্ট না করে **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতে অতিবাহিত করা। কেননা, জীবনে একবার এই নেয়ামত আসে।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহম্মদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সুস্থতা, যৌবন, সম্পদ এবং জীবনকে নষ্ট করে দিওনা। এতে নেক আমল করে নাও, এই নেয়ামত সমূহ বারবার আসেনা। আরো বলেন: যৌবন খেল তামাশায় অতিবাহিত করে বৃদ্ধাবস্থায় যখন অঙ্গ সমূহ নিস্তেজ হয়ে যাবে, তখন অধিক ইবাদত করার ইচ্ছা করাটা বোকামী। যা আমল করার যৌবন কালেই করে নাও, যেটা ঐ নেক বান্দার জন্য অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে।[১]

রিয়াজত কে ইয়েহি দিন হে বুঢ়া পে মে কাহা হিম্মত,
জু কুছ করনা হো আব করলো, আভি নুরী জাওয়া তুম হো।
(সামানে বখশিশ, শাহ্জাদায়ে আ'লা হযরত মুফতী আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)

পাঁচটি প্রশ্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যৌবন **আল্লাহ্ তাআলা** প্রদত্ত নিয়ামত থেকে এক বড় নেয়ামত, যেটার কোন মূল্য হয় না। একবার যদি চলে যায়, তবে শতকোটি টাকা খরচ করলেও তা অর্জন করলেও তা অর্জন হয় না। যদি আমরা দুনিয়ার মধ্যে থেকে নিজের যৌবন **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্য ও অনুকরণের মধ্যে অতিবাহিত করি, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিয়ামতের দিন অপদস্ত ও অপমান থেকে বেঁচে যাবো। অন্যথায় এই নেয়ামতের গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে কঠিন শাস্তি ও পেরেশানিতে পড়তে হবে। কেননা, কিয়ামতের দিন যৌবনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। যেমন-

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন বান্দা ঐ সময় পর্যন্ত পা উঠতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তার থেকে পাঁচটি জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করা না হয়।

---

[১] (মিরআতুল মানাজিহ্, ৭/১৬ সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

(১) বয়স কোন কাজে ব্যায় করেছ? (২) যৌবন কোন কাজে অতিবাহিত করেছ? (৩) সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করেছ? (৪) কোথায় খরচ করেছ? (৫) এবং নিজের জ্ঞান অনুসারে কতটুকু আমল করেছ?"[১]

যে সোভাগ্যবান নিজের যৌবনের গুরুত্ব দিয়ে নফসের কামনা ও বাসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ট ভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দিন-রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। তবে সে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জন করে নেয়। আসুন! এই ব্যাপারে চারটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনি:

ইবাদত পরায়ন যুবকের স্থান

(১) "নিজের যৌবন কালে ইবাদতকারী যুবক, বৃদ্ধ অবস্থায় ইবাদতকারী ব্যক্তির উপর এরূপ ফযীলত অর্জন করে যেমন নবীদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সমস্ত লোকদের উপর মর্যাদা রয়েছে।"[২]

৭২ সিদ্দিকীনের সাওয়াবের অধিকার

(২) "যে যুবক দুনিয়ার স্বাদ এবং তার আরাম আয়েশকে ছেড়ে দিল এবং তার যৌবনের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুসরনের দিকে অগ্রসর হল, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ সৌভাগ্যবানকে ৭২ সিদ্দিকীনের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করবেন।"[৩]

আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত বান্দা

(৩) "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এ সুন্দর যুবককে সব চেয়ে বেশি পছন্দ করেন, যে তার যৌবন ও সৌন্দর্য্যকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতে মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে। **আল্লাহ্ তাআলা** এই ধরণের বান্দার উপর ফেরেস্তাদের সামনে গর্ব করে ইরশাদ করেন:

---

[১] (তিরমিযী, কিতাব সিফাতুল কিয়্যামাহ..... বাব দিল কিয়্যামাহ্, ৪/১৮৮, হাদীস- ২৪২৪)
[২] (আত্ তারগীব কি ফযায়িলুল আমাল ওয়া সাওয়াব জালিশা, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৮)
[৩] (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল শাওয়ায়েজ ওয়ার রিকাব্য শেখ, আল ফসলুল আওয়াল, আত্ তারগীবুল আহাদী মিনাল আকওয়ান, ৮,১৫/৩৩২, হাদীস- ৪৩০৯৯)

www.dawateislami.net

"এই হল আমার প্রকৃত বান্দা"।"[১]

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দা

(৪) "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ যুবককে ভালবাসেন, যে তার যৌবনকে **আল্লাহ্ তাআলার** অনুগত্যে অতিবাহিত করে দিয়েছে।" [২]

মুহাব্বতে মে আপনি গোমা ইয়া ইলাহী, না পায়োঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
তো আপনি বিলায়াত কি খয়রাত দে দে, মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!

(ওসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যৌবন মূল্যয়নের উপর **আল্লাহ্ তাআলার** কেমন দয়া হয়। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেন। এই জন্য যুবকদের প্রতি আবেদন যদি বৃদ্ধকালে প্রশান্তিময় জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা হয়, তবে যৌবনের নেয়ামতকে গনীমত জেনে এই ধ্বংসাত্মক দুনিয়ার পিছনে দৌড়াঁনোর পরিবর্তে নিজের নফসকে ইবাদত ও রিয়াযতের দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করুন, যদিও তা খুবই কষ্টসাধ্য হয়। কেননা, যৌবনকালে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু আমরা অন্যান্য কার্যাবলীর পাশাপাশি **হুযুর আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করি, তাঁর ইবাদত রিয়াযতে সাজানো পবিত্র জীবন অনুসারে আমল করি, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের জীবনের মধ্যে মাদানী বাহার আসবে।

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা আতা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি এবং আমার সাথে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এবং সায়্যিদুনা ওবাই বিন আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর দরবারে উপস্থিত হলাম।

---

[১] (কানযুল উম্মাল, আল ফসলুন আউয়াল, কিতাবুল মাওয়ায়েজ ওয়ার রিকাফ ওয়াল খিতব ওয়াল হিকম, আত্ তারগীবুল আবাদী মিনাল আকওয়াল, ৮,১৫/৩৩২, হাদীস- ৪২০৯)

[২] (হিলইয়াতুল আউলিয়া, আব্দুল মালিক বিন ওমর বিন আব্দুল আযিয, ৫/৩৯৪, হাদীস- ৭৪৯৬)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا আরয করলেন: আমাদেরকে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে কোন আশ্চর্য্যজনক কথা শুনান। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কেঁদে দিলেন এবং বললেন: এক রাতে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার নিকট তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: আমাকে অনুমতি দাও যে, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। আমি আরয করলাম: আমি আমার চাহিদার পরিবর্তে আপনার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হওয়া অধিক পছন্দ করি। অতঃপর **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ভালভাবে অযু করে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা শুরু করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার পুনরায় কাঁদতে লাগলেন। এমনকি **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চক্ষু মোবারক থেকে বের হওয়া অশ্রু মোবারক জমিনে গড়িয়ে পড়ল। এতটুকুতে মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উপস্থিত হন। তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কাঁদতে দেখে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মা বাবা আপনার জন্য কোরবান। কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? অথচ আপনার সদকায় **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার আগে ও পরের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না?" [১]

রোতাহে জু রাতো কো উম্মত কি মুহাব্বত মে, ওয়ো শাফেয়ী মাহশর হে সারদারে মদীনা কা।
রাতো কো জু রোতা হে আউর খাক পে ছোতা হে, গম খাওয়ারহে সাদাহ হে মোখতার মদীনে কা।
কবজে মে দো'আলম হে পার হাত কা তাকিয়্যা হে, ছোতা হে ছাটায়ি পার সরদারে মদীনে কা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিষ্পাপ, বরং নিষ্পাপদের সরদার ও ইবাদতকারীদের সরদার হওয়া সত্ত্বেও কি পরিমাণ কান্না করে **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত করতেন।

[১] (দার্‌রতুলনামেহীন , আর মজলিসু খামেস ওয়াস সিত্তুন কি বয়ানে বকা পৃষ্ঠা ২৫৩-২৪৬)

www.dawateislami.net

অথচ **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান মর্যাদা এত উত্তম ও উচুঁ যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্**র অনুমতিক্রমে **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইচ্ছানুসারে কিয়ামতের দিন ক্ষমার প্রত্যাশাহীন গুনাহ্গারদের শাফায়াত করবেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আমি (মাযার শরীফ থেকে) বাইরে বের হয়ে আসবো, যখন লোকেরা সমবেত হয়ে আসবে, তখন আমিই তাদের পথ প্রদর্শক হবো। যখন তারা কিয়ামতের ভয়াবহতায় নিশ্চুপ হয়ে যাবে, তখন আমিই তাদের খতীব তথা খুতবা পাঠকারী হবো। যখন তারা বাধা প্রাপ্ত হবে, তখন আমিই তাদের সুপারিশকারী হবো। যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে, তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদানকারী হবো। বুর্যুগী ও **আল্লাহ্ তাআলা**র সমস্ত ধন ভান্ডারের চাবি ঐ দিন আমারই হাতেই থাকবে এবং আদম সন্তানের মধ্যে আমিই **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান হবো। আমার চারপাশে এক হাজার সেবক থাকবে।"[১]

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! উৎসর্গ হয়ে যান! আউয়ালী ও আখীরিনের সর্দার, **আল্লাহ্**র হুকুমে মালিক ও মোখতার হওয়া সত্তেও **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের আগ্রহ এমনি ছিল যে, অতিরিক্ত ইবাদতের কারণে তাঁর পা মোবারকে ফোলার চিহ্ন দেখা যেত এবং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের গুনাহ্কে ক্ষমা করার জন্য কান্নাকাটি করতেন। এতে বিশেষ করে ঐ সব যুবকদের জন্য নসীহতের মাদানী ফুল রয়েছে, যাদের মন ইবাদতের প্রতি ধাবিত হয় না এবং **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের অশ্রুর কথা স্মরণ করুন। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র হুকুম আহকাম সমূহ পালন করুন। **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহের অনুসরন এবং পরকালের নেয়ামত পাওয়ার আশায় অনেক বেশি নেকী অর্জন করুন।

---

[১] (দারেমি, বাবু মা আতান্নাবী মিনাল ফদ্বল, ২/৩৯, হাদীস- ৪৭)

www.dawateislami.net

যৌবনকে বৃদ্ধ কালের আগে গনীমত মনে করুন

স্মরণ রাখবেন! যৌবন কালে ইবাদত করার সৌভাগ্য হওয়া কোন বড় নেয়ামতের চেয়ে কম নয়। কেননা, যৌবনের প্রান্তে পা রাখতেই মানুষ শয়তানের ভয়ানক চালে, নফসের নাজায়িয কামনা, খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ, দুনিয়ার ভবিষ্যত সর্বোত্তম করার চিন্তা এবং ধ্বংসযজ্ঞ দুনিয়া রঙ্গিন গহ্বরে সম্পদ উপার্জনের নাজায়িয পদ্ধতির কারণে গুনাহর অন্ধকারে এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে। আর ইবাদত ও রিয়াযতের প্রতি ধাবিত হতে পারে না। স্মরণ রাখবেন আমাদেরকে খুব অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, আর এই অল্প সময়ের মধ্যে কবর ও হাশরের দীর্ঘ সময়ের কার্যাবলীর জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে। এই জন্য বুদ্ধিমত্তা হবে এই সংক্ষীপ্ত সময়কে গনীমত জেনে কবর ও হাশরের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত থাকা এবং নিজের মুল্যবান সময়কে অহেতুক কাজে নষ্ট না করা। কেননা, জানা নেই যে, আগামী মুহুর্তে সে বেঁচে থাকবে নাকি মৃত্যু তাকে সুদীর্ঘ কালের গভীর নিদ্রায় পাঠিয়ে দেয়। এ কারণে যৌবন ও জীবনকে গনীমত জেনে নেকীর কাজে ব্যস্ত হয়ে যান।

হাদীসে পাকের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে: “পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনীমত মনে করো। বৃদ্ধ হওয়ার আগে যৌবন কে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, ধনাঢ্যতাকে দারিদ্রতার আগে, সুখকে দুঃখের আগে, জীবনকে মৃত্যুর আগে।”[১] যদি আমরা আমাদের যৌবনকে অলসতায় কাটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে কবর ও হাশরের প্রস্তুতি ব্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে এর বরকতে না শুধু আমাদের দুনিয়া উত্তম হবে বরং কবরের মধ্যেও **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া মুষলধারে বর্ষিত হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ । আসুন! এই ব্যাপারে একটি চমৎকার ঘটনা শুনি:

দুইটি জান্নাতের সুসংবাদ

আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সময়কালে এক নেককার যুবক মসজিদে ইবাদতে ব্যস্ত ছিলেন। যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল,

---

[১] (মিশকাতুল মাসাবিহ্, কিতাবুল রিকাক, আল ফসলুল সানি, ২/২৪৫, হাদীস- ৫১৭৪)

www.dawateislami.net

তখন রাতের মধ্যেই তার গোসল কাফন দাফনের ব্যবস্থা করার পর যখন সকালে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে এই ঘটনার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তার বাবার প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সমবেদনা জানানোর পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: তুমি আমাকে কেন খবর দাওনি, যে আমি তার জানাযা ইত্যাদিতে অংশগ্রহন করতাম। সে বলল: হে আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! রাত খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল এবং আপনার বিশ্রামের কথা চিন্তা করে আপনাকে জানানোটা উপযুক্ত মনে করেনি। তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমাকে এই নেককার যুবকের কবরে নিয়ে চলো। অতঃপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং তাঁর সঙ্গীদের ঐ যুবকের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ডাক দিলেন: হে অমুক! **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতি পালক সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে। তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। (পারা- ২৭, আররহমান, আয়াত- ৪৬)

ঐ নেককার যুবক কবর থেকে দুবার উত্তর দিল: "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার প্রতিপালক আমাকে দুটি জান্নাত দান করেছেন।[১]

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! আপনার দেখলেন তো! এই যুবক তার পুরো জীবনটা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থেকে নেকীর মধ্যে অতিবাহিত করেন। আর তা মৃত্যুর পর তাঁর এই ইবাদত তার ক্ষমার মাধ্যম হয় এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ নেয়ামত ও সৌভাগ্য হয়। স্মরণ রাখবেন! এই সুন্দর যৌবন ক্ষণস্থায়ী, আর এর দ্বারা অহংকার করা নিচক বোকামী।

ডল জায়েগী ইয়ে জাওয়ানী জিছনো তুমকো নাজ হে,
তো বাজালে চাহিয়ে জিতনা চারদিন কা ছাজ হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[১] (তারিখে ইবনে আসাকির, আমর বিন জামে বিন আমর বিন মুহাম্মাদ বিন হারব ৪৫/৪৫০ নম্বর- ৫৩২০)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুস্থতা ও যৌবনের ধোঁকায় পড়ে এবং দিন-রাত গুনাহের মধ্যে না কাটিয়ে একনিষ্ঠতা ও স্থায়িত্বের সাথে ইবাদতের স্বাদ ও তিলাওয়াতের অভ্যাস বানিয়ে নিন। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি বৃদ্ধকাল এসে যায় এবং ইবাদতের ভালবাসাও অবশিষ্ট থাকে। তবে সুস্থ ও সাহস না হওয়া সত্ত্বেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই অপরাগ দুনিয়ার মধ্যেও যৌবনের ইবাদতের মতই সাওয়াব পেতে থাকবে। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যখন বান্দা ইসলামের মধ্যে নেকী করা অবস্থায় বয়সের এমন একটি পর্যায়ে পৌছে যায়, যে তার কোন বস্তুর ব্যাপারে প্রথম থেকেই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কারণ বশতঃ তা মনে থাকে না। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার আমল নামায় ঐ নেকীও লিখে দেন, যেটা সে তার সুস্থ অবস্থায় করতো।[১] হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: যে বৃদ্ধ লোক বয়সের কারণে অধিক ইবাদত করতে পারে না। কিন্তু যৌবন কালে খুব ইবাদত করতো, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে অক্ষম করে তার আমল নামায় ঐ যৌবন কালের ইবাদতে লিখে দেন।[২]

ইলাহী হো বহুত কমজোর বান্দাহ, না দুনিয়া মে না ওকবা মে সাজো হো।

(ওসায়িলে বখশিশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইবাদতের বরকতে বৃদ্ধকালেও যুবক

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা যয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ যৌবন কালে ইবাদত করার ব্যাপারে অনেক সুন্দর কথা বলেছেন: যে (ব্যক্তি) **আল্লাহ্ তাআলা**কে ঐ সময় পর্যন্ত স্মরণ রাখে, যখন সে যুবক ও সুস্থ ছিল। **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ঐ সময় স্মরণে রাখবেন যখন সে বৃদ্ধ ও দূর্বল হয়ে যাবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাকে উত্তম শ্রবনশক্তি দৃষ্টিশক্তি এবং স্মরণশক্তি দান করবেন।

---

[১] (মসনদে আবি ইয়ালা, মসনদে আনাস বিন মালিক, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান আল আনসারী ৩/২৯৩, হাদীস- ৩৬৬৬)
[২] (মিরআতুল মানাজিহ, ৭/৮৯)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আবুত্ তৈয়ব তিবরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একশত বছরেরও বেশি বয়স পেয়েছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্মরণশক্তি ও শারীরিক গঠন ও সুস্থ বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে কেউ সুস্থতার গোপন রহস্য জিজ্ঞাসা করেন। তখন বলেন: আমি যৌবন কালে আমার শারীরিক শক্তিকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। আর আজ যখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তা আমার জন্য বহাল রেখেছেন। এর বিপরীতে সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক বৃদ্ধ লোককে দেখলে, যে ভিক্ষা করছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: ঐ ব্যক্তি যৌবনকালে **আল্লাহ্ তাআলা**র হক নষ্ট করেছে, আর **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে বৃদ্ধ কালে তার শক্তি বিনষ্ট করে দিয়েছেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দারা তাদের যৌবনের বাগানকে ইবাদত ও রিয়াযতের পানি দ্বারা সিক্ত করেছেন এবং গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতেন, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** বৃদ্ধকালেও তাদের উপরে যৌবনের শক্তি অবশিষ্ট রাখেন। কিন্তু আফসোস! আমাদের যুবকরা ইবাদত ও তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকার পরিবর্তে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়া **(Social Media)** এবং টিভির খারপ ব্যবহারের কারণে তাদের মূল্যবান সময় গুরুত্বহীন ও মূল্যহীনভাবে নষ্ট করতে চোখে পড়ে। মোবাইল ফোন নতুন টেকনোলজির একটি অংশ প্রয়োজনীয়তা ও যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম, যা আমাদের জন্য উপকারী। সেখানে অথচ এটার ভূল ব্যবহার কারণে অনেক ক্ষতির কারণ হয়। আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্র- ছাত্রীরা যাদেরকে আমরা ভবিষ্যতের কর্ণধার বলি। তারা এই বিপদের স্বীকার, কেউ গেইমসের পাগল, আবার কেউ সিনেমার গানের পাগল, কারো মেমোরিকার্ড লজ্জাহীন ভিডিওতে ভরপুর। আবার কেউ নাইট প্যাকেজে গিয়ে সারা রাত অনর্থক অশ্লীল কথাবার্তায় অতিবাহিত করে। এমনি ভাবে ইন্টার নেটের দূর দর্শিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী আবিষ্কার।

[১] (মজমুয়া রসায়িলে ইবনে রজব কওলুহু ইহফাজ, ৩/১০০ সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

এর মাধ্যমে দ্বীনি ও দুনিয়াবী অসংখ্য উপকার হয়। কিন্তু এর মাধ্যমেও অনেক মন্দ জিনিস ব্যাপক হতে চলছে। ইন্টারনেট চুরির মত, যেটার ভাল-মন্দ উভয় ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে ইন্টারনেটের খারাপ ব্যবহার বেশি। ইন্টারনেটে থাকে বিচিত্র সূচীপত্র এবং কাহিনী, খারাপ ছবি এবং নফসের কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করার অশ্লীল সিনেমা-নাটক সমূহ যুবকদের চরিত্র, কার্যকলাপ ও অভ্যাসকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পুরো রাত ইন্টারনেটে নির্দয় ভাবে নিজের টাকা ও মূল্যবান সময় নষ্ট করা, মিথ্যা বলা, লোকদের ধোঁকা দেওয়া, ব্লাক মেইল করার মত খারাপ কাজ আমাদের সমাজে যুবকদের মাঝে খুব দ্রুত ব্যাপক হতে চলছে। প্রথমে তো ইন্টারনেটের ব্যবহার শুধুমাত্র কম্পিউটারেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন এই সুযোগটা মোবাইলে চলে এসেছে, যা ছোট বয়সের বাচ্চাও এই মহামারির স্বীকার হয়ে তার ভবিষ্যতকে নষ্ট করছে। এই রোগে আক্রান্ত যুবক, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পাওয়া ছেড়ে চরিত্র নষ্ট করে সমাজের মধ্যে অপদস্তের স্বীকার হওয়া চোখে পড়ছে। **আল্লাহ্ তাআলার** ওয়াসেতে অলসতা ছেড়ে আপনার সংশোধনের পাশাপাশি আপনার সন্তানের সংশোধনের মন মানসিকতা তৈরী করুন। যদি আমাদের বাচ্চাদের এই নতুন টেকনোলজীল প্রতি পরিচয় করতে হয়, তবে এর সঠিক ব্যবহার শিখান এবং তাকে পর্যবেক্ষনও করুন। ইন্টারনেটের উপকার অর্জন করতে গিয়ে নিজের ও নিজের সন্তানদের মূল্যবান সময় সঠিক জায়গায় ব্যবহার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** ভিজিট করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই ওয়েব সাইটে কুরআন পাকের তরজুমা কানযুল ঈমান এবং তাফসীর ছাড়াও হাদীস ও উসূলে হাদীস, ফিকাহ্ ও উসূলে ফিকাহ্, সিরাত ও তাসাউফ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বাংলা, উর্দূ, ইংরেজী, আরবী, হিন্দি, গুজরাটি এবং দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষার না শুধু অনলাইনে পড়া যায় বরং ডাউন লোড ও প্রিন্ট আউট করা ও যায়। এ ছাড়াও শায়খে তরীকত আমীরে আহ্লে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত মাদানী মুযাকারা,

www.dawateislami.net

নিগরানে শূরা ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের সুন্নাতে ভরা বয়ান, হামদ, নাত, মানকাবাত এবং সংশোধনী শর্ট ক্লিপস **(Short clips)** ও রয়েছে, যেখানে আপনি ডাউন লোড **(Downlod)** করে ফেইসবুক **(Facebook)** বা হোয়াটসআফ **(Whatsapp)** এর সঠিক ব্যবহার করে অন্যান্য ইসলামী ভাইদের শেয়ারও **(Share)** করতে পারবেন। শরয়ী মাসায়েল জানার জন্য অনলাইন দারুল ইফতা এবং দুঃখী মানুষদের সহানুভূতি প্রদর্শন ও রূহানী চিকিৎসার জন্য তাবীজাতে আত্তারীয়্যা অনলাইনে কাট এবং ইস্তেখারাও করতে পারবেন। এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কিছু বিভাগের পরিচিতি রয়েছে, কমপক্ষে ৯৭টি থেকে বেশি বিভাগ এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যান্য অনেক মাদানী কাজের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগীতার পরিপূর্ণ পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে আপনার ওয়াজিব সদকা ও নফল সদকার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এমন সফটওয়্যারের মাধ্যমে মদীনা লাইব্রেরী রয়েছে, যেটা কম্পিউটারে ইন্সটল **(Install)** করে সার্চজিং অপসনে **(Searching Option)** এর সাহায্য দুইশতেরও অধিক কিতাব ও রিসালা থেকে উপকার পাবেন। এমনকি আউকাতুছ সালাতের সফটঅয়ারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ ও শহরের মধ্যে ইফতার ও নামাযের সময় সূচী জানা যায়। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে নতুন যুগে নব সৃষ্টির সঠিক ব্যবহার করার তাওফিক দান করুন এবং এগুলোর খারাপ ব্যবহার করার মাধ্যমে গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর প্রতি মন বসানোর চেষ্টা করুন এবং কোন গুনাহ্কে ছোট মনে করে কখনো করবেন না। কেননা, একটি গুনাহ্ অনেক গুনাহর সংমিশ্রন। অর্থাৎ আরও দশটি গুনাহ্ সাথে নিয়ে আসে।

গুনাহের দশটি ক্ষতি

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: গুনাহ্ তা যদি একটি ও হয় সেটা দশটি মন্দ স্বভাব নিয়ে আসে (১) যখন বান্দা গুনাহ্ করে থাকে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** অসন্তুষ্ট হন।

এমনকি তিনি ঐ বান্দার উপর গজব দেওয়ার শক্তি রাখেন (২) সে অর্থাৎ গুনাহ্কারী অভিশপ্ত শয়তানকে খুশী করে থাকে (৩) জান্নাত থেকে দূরে চলে যায় (৪) জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যায় (৫) সে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস অর্থাৎ নিজের প্রাণকে কষ্ট দেয় (৬) সে তার বাতেনকে অপবিত্র করে ফেলে, যদিও সে পবিত্র (৭) সে আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেস্তাদের কষ্ট দিয়ে থাকে (৮) সে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তার রওজা মোবারকে দুঃক্ষিত করে থাকে (৯) আসমান এবং জমিনে ও সমস্ত সৃষ্টিকে তার নাফরমানির উপর স্বাক্ষী বানিয়ে রাখে (১০) সে সকল মানুষের খিয়ানত এবং **আল্লাহ্ তাআলার** নাফরমানি করে।[১]

হামারি বিগড়ে হুয়ি আদাতে নিকাল জায়ে,
মিলে গুনাহো কি আমরায ছে শিফা ইয়া রব!

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(ওসায়িলে বখশিশ, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! গুনাহ্ সেটা যদিওবা সংখ্যায় একটি ও হয়, কিন্তু তার কারণে মানুষ দশটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই জন্য যদি শরীয়াতে কোন কারণ বশত গুনাহ্ সংগঠিত হয়ে যায়, তবে তাড়াতাড়ি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সত্যিকার তাওবা করে নিন। আফসোস! শত আফসোস! কিছু মূর্খ যৌবনের নেশায় এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধোঁকায় সম্পৃক্ত হয়ে সুদীর্ঘ আশা করে থাকে। অলসতার চাদর পড়ে শরীয়াতের আহকামকে পিছনে ফেলে তাওবার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভাবে ফাকি দিয়ে নিজেকে এইভাবেই শান্তনা দিয়ে থাকে যে, এখনো তো খেলাধূলার সময়। অমুককে দেখ তার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বেঁচে আছে, আমি তো এখনো সুস্থ ও যুবক। এইভাবে মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী আশা ভরসায় জীবিত থাকে। তারপর যেমন তেমন ভাবে যৌবন নিঃশেষ হতে শুরু করে।

[১] (বাহরুদ দুমুয়, আল ফছলুস সানি, আওয়াকেবুল মা'ছিয়া, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আর বৃদ্ধ কালে নিজের ভিতকে মজবুত করতে চলে যায়। তারপর গিয়ে এমন হুশে আসে, এখন তো আমাকে তাওবা করে নিজের গুনাহ্ থেকে বাঁচা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত বেশি করার দৃঢ় প্রত্যায় করা উচিত। তার পর যদিও অনেক সময় সাহস করে নেকী করতে সফল হয়ে যায়। কিন্তু যৌবনের ব্যবহারকে স্মরণ করে খুব অন্তর জ্বলে এবং অশ্রু প্রবাহিত করে। আহ্! আমি যদি আমার যৌবনকে ইবাদত ও রিয়াযতের মধ্যে কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু আহ্! যৌবন কোথায় অতিবাহিত হয়ে গেল। সবার মত অতিবাহিত হয়ে গেল, আর এখন তো কখনো পুনরায় ফিরে আসবে না।

তাওবার মধ্যে দেরী করার কারণ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইবাদত থেকে অলস যুবক এবং তাওবা করার মধ্যে বিলম্বকারীদের নসীহতের মাদানী ফুল বর্ণনা করেন, যেখানে তাওবা করার মধ্যে দেরী করার বিষয় আসে। তখন এই কথার উপর গভীর মনযোগ দিন, অধিকাংশ দোযখী তাওবা করার মধ্যে দেরী করার কারণে চিৎকার করবে। কেননা, বিলম্বকারী তার কার্যাবলীর ভিত্তিটা আগামী জীবনের জন্য ছিল, যেটা তার ইচ্ছাধীন ছিল না। সম্ভবত সে কাল পর্যন্তও জীবিত থাকবে না। আর যদিও জীবিত থাকে, তবে যেমনি ভাবে আজ সে গুনাহ্ কে ছাড়তে পারেনি। সম্ভবত কাল ও তা ছেড়ে দিতে সামর্থ্য হবে না। আহ্! সে জানত, আজ তার তাওবার মধ্যে বাধা হলো যৌন ক্ষুধা আর যৌবন তো কালও তার থেকে দূর হবে না বরং বেড়ে যাবে। কেননা, অভ্যাসের কারণে এটা আরো মজবুত হয়ে যায় এবং যে যৌন ক্ষুধাকে মানুষ অভ্যাসের কারণে পাকাপোক্ত করে নেয়। সে তার মত নয়, যেটা তাকে দূর করেনি। এই কারণে তাওবা করার মধ্যে বিলম্বকারী ধ্বংস হয়। কেননা, সে দু'টি একই বস্তুর পার্থক্য বুঝাতে পারে। কিন্তু এটা চিন্তা করে না, যৌন ক্ষুধা থেকে মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেক দিন একইরকম। স্মনণ রাখবেন! তাওবার মধ্যে বিলম্বকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যে একটি গাছ উপড়োতে চাচ্ছে, কিন্তু সে যখন দেখে গাছ খুবই মজবুত এবং এটাকে কঠোর পরিশ্রম ছাড়া উপড়ানো যাবে না।

www.dawateislami.net

তখন বলে থাকে আমি একে এক বছর পর উপড়াবো। অথচ সে জানে গাছ যতক্ষন পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকে ততক্ষণ তার গোড়া খুবই মজবুত হতে থাকে এবং তাওবার মধ্যে বিলম্বকারীর বয়স যেমনি ভাবে বেড়েই চলেছে, সে দূর্বল হয়ে থাকে। তখন দুনিয়ার মধ্যে তার থেকে বড় বোকা আর কেউ নেই, যে তার নিকট শক্তি থাকা সত্ত্বেও দূর্বলতার মোকাবেলা করেনি। আর এই কথার অপেক্ষামান ছিল যে, যখন সে নিজেই দূর্বল হয়ে থাকে এবং দূর্বল বস্তু মজবুত হয়ে যাবে, তবে তার উপর বিজয়ী হবে।[১]

জাহা মে হে ইবরত কি হার ছো না মুনে, মাগার তুঝ কো আন্ধা কিয়া রংগ ও বোনে।
কভি গওর ছে ভি ইয়ে দেখা হে তো নে, জো আবাদ থে ওয়ো মহল আব হে ছো নে।
জাগা জি লাগানে কে দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।
মিলে খাক মে আহ্‌লে শা কেয়ছে কেয়ছে, মকি হো গেয়ে লা মকাঁ কেয়ছে কেয়ছে।
হুয়ে নামওয়ার বে নিশাঁ কেয়ছে কেয়ছে, যমি খা গেয়ি নওজওয়া কেয়ছে কেয়ছে।
জাগা জি লাগানে কে দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যৌবন কালে শরীয়াতের আহকাম ও **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্য ব্যাতীত ইবাদতের মধ্যে অলসতাকারী এবং গুনাহ ভরা জীবন থেকে বিলম্বে তাওবাকারী যুবকদের অলসতার স্বপ্ন থেকে জাগানোর জন্য ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই মোবারক ফরমান যথেষ্ট। বুদ্ধিমান সেই যে জীবনকে গনীমত জেনে গুনাহ্ থেকে তাওবা করে নেয় এবং বাকী জীবনে অধিকতর চেয়ে অধিক ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। বিশেষ করে যুবকদের তাওবা খুবই পছন্দ করেন। যেমন- **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান: "اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبَ" অর্থাৎ যৌবনে তাওবাকারী ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তাআলা** ভালবাসেন।" [২]

---

[১] (ইহয়াউল উলূম, কিতাবুত তাওবা আর রুকুনুল উলা, ফি দাওয়ায়িত তাওবা.... শেষ, ৪/৭২)
[২] (কানযুল উম্মাল, কিতাবুত তাওবা, আল ফসলুল আউয়াল ফি ফদলিহা ওয়াত তারগীব ফিহা২,৪/৮৭, হাদীস- ১০১৮১)

www.dawateislami.net

অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: "مَا مِنْ شَیْءٍ اَحَبُّ اِلَی اللّٰہِ مِنَ الشَّابِّ التَّائِبِ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে যৌবনে তাওবাকারী ব্যক্তির চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কেউ নেই।[১]

যুবকদের সংশোধন এবং দাওয়াতে ইসলামীর কার্যক্রম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিৎনার যুগে কুরআন ও সুন্নাত থেকে দূর, যৌবনের আনন্দে বিভোর, লোভ-লালসার নেশার মধ্যে চোর ও নফস শয়তানের হাতে অক্ষম হয়ে গুনাহর স্রোতের মধ্যে ভাসমান যুবকদের সংশোধন এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাধ্যমে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যাতি কোর্সও হয়। এই কোর্সের উপকার ও গুরুত্বের ব্যাপারে শায়খে তরীকত আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "ফয়যানে সুন্নাত" প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১০ এর মধ্যে রয়েছে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে পরিপূর্ন ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্স আখিরাতের জন্য এই পরিমাণ উপকারী যে এখানে যা কিছু শিখা যায়, সেগুলোর ব্যাখা জানা হয়ে যাওয়ার পরে সম্ভবত দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমান এই আকাঙ্ক্ষা করবে যে; হায়! আমিও যদি ৬৩ দিনের তরবিয়্যাত কোর্স করতে পারতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ বাবুল মদীনা (করাচী) ছাড়াও অন্যান্য শহরের মধ্যেও মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্সের ধারাবাহিকতা চালু করা হয়। এখানে এমন কিছু ইলম অর্জন হয়, যেগুলো শিখা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর ফরজ। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্সের মাধ্যে চারিত্রিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অযু, গোসল ছাড়াও নামাযের ব্যবহারিক পদ্ধতি শিখানো হয়। মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন, দাফন, জানাযার নামায এবং ঈদের নামাযেরও প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। মাদানী কায়েদার মাধ্যমে সঠিক মাখারিজের পাশাপাশি কুরআনের হরফ সমূহ আদায় করার শিক্ষা দেওয়া হয়। কুরআনুল কারীমের শেষের ২০টি সূরা মুখস্থ এবং সূরা মূলকের মশক করানো হয়।

---

[১] (কানযুল উম্মাল, হরফুল মীল, কিতাবুল মাওয়ারেজা ওয়াল হুকুম, আত তাহীবুল আহাদী মিনাল আব্যমাল ৮,১৫/৩৩২, হাদীস-৪৩১০১)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে অনেক যুবক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়েছে। এবং তাদের অনুজ্জ্বল জীবনের মধ্যে মাদানী বাহার এসে গেল। আর তাদের যৌবনে পুরো সময়টা **আল্লাহ্ তাআলা**র ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের উপর ওয়াকফ করে এই মাদানী উদ্দেশ্যকে "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" প্রসারকারী হয়ে গেল।

আগর সুন্নাতে সিকনে কা হে জযবা, তুম আজাও দেগা সিকা মাদানী মাহল।
তুমহে লতফো আজায়ে গা জিন্দেগী কা, কারীব আকে দেখো যরা মাদানী মাহল।
নবী কি মুহাব্বত মে রুনে কা আন্দাজ, চলে আয়ো সিকলায়ে গা মাদানী মাহল।
সাঁওয়ার জায়ে গি আখিরাত اِنْ شَآءَ الله, তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিসালা "যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করবে?" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যুবকদের মধ্যে ইবাদতের স্বাদ সৃষ্টির জন্য এবং সুন্নাতের উপর আমলের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য শায়খে তরীকত আমীরে আহ্লে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৮ই রবিউল আউয়াল ১৪১২ হিজরী মোতাবেক ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথম মাদানী মারকায জামে মসজীদ গুলজারে হাবীব (গুলিস্তানে ওকাড়ভী বাবুল মদীনা করাচী) এর মধ্যে যৌবনে ইবাদতের ফযীলত এর ভূমিকা বর্ণনা করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মদীনাতুল ইলমিয়্যার সহযোগীতায় নতুন সারাংশ যতেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করে "যৌবন কীভাবে অতিবাহিত করবে"-এ নামে সংকলিত করা হয়েছে। এই রিসালার মধ্যে কুরআনের আয়াত, নসীহত মূলক হাদীসে পাক এবং বিভিন্ন বুযুর্গদের হিকমতে পূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে যুবকদেরকে ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করতে, **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার গোলাম বানানোর জন্য এবং তাদের কবর ও আখিরাতের চিন্তা তৈরী করার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

আপনিও এ রিসালাটা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদীয়া দিয়ে সংগ্রহ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই রিসালা যুবকদের উদ্দেশ্য বুঝতে এবং ইবাদতে মন দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সহযোগী হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই রিসালা পড়তে ও পারবেন ডাউনলোড ও পিন্ট আউট ও করা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা যৌবনে ইবাদতের ফযীলত সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। যে লোক তার যৌবনের বাগানকে ইবাদত ও রিয়াযতের সুন্দর ফুটন্ত ফুলে সাজায়, সে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনেক প্রিয় হয়। তার কপাল থেকে ইবাদতের নূর প্রজ্জ্বলিত হয় এবং সে বৃদ্ধ কালেও সুস্থ ও সবল থাকেন। আর মৃত্যুর পর সুন্নাতে চিরস্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হয়। হায়! আমরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদের প্রথম কাতারে আদায়কারী পাক্কা নামাযী তাহাজ্জুদ ইশরাক ও চাশত নফল এবং সুন্নাতের উপর আমলকারী হয়ে যায়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইবাদত মে গুজরে মেরে জিন্দেগানী,
করম হো করম ইয়া খোদা! ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক মাদানী কাজ মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে যেখানে অসংখ্য উপকার সাধিত হয়, সেখানে যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে বড় ছোট অংশ নেওয়ার মন-মানষিকতা তৈরী করা হয়। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক মাদানী কাজ হলো মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান। মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে কুরআনুল কারীমের শিক্ষা দেওয়া হয়। কুরআনে পাক শিখা ও শিখানো খুবই ফযীলত রয়েছে।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَہٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।"

(সহীহ্ আল বুখারী, কিতাব ফযায়েলুল কুরআন, বাব খায়রুকুম....., ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০২৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কুরআনে পাক শিখা ও শিখানোর গুরুত্বটা সামনে রেখে কুরআনে পাকের শিক্ষাকে ব্যাপক করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**ল আওতায় ইসলামী ভাইদের জন্য সাধারণত ইশার নামাযের পর বিভিন্ন মসজিদের হাজারো মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের ব্যবস্থা করা হয়। আর ইসলামী বোনদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন সময়ে হাজারো মাদরাসাতুল মদীনা বালেগাতের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামী ভাই ইসলামী ভাইদের থেকে, আর ইসলামী বোন ইসলামী বোনদের থেকে পড়ে থাকেন। হরফের সঠিক আদায়ের সাথে কুরআনুল করীম শিখার পাশাপাশি দোয়াও শিখানো হয়। নামাযের মাসয়ালা শিখে এবং সুন্নাতেরও প্রশিক্ষণ অর্জন করে। এই জন্য আপনিও দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন। আসুন ! উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার শুনি: যেমন-

"বাবুল ইসলাম (সিন্ধু) এর প্রসিদ্ধ শহর যমযম নগর (হায়দারাবাদ) এর এক বাসিন্দা ইসলামী ভাই বয়স কমপক্ষে ২৮ বছর এর বর্ণনা; আমি নবম শ্রেনীতে পড়ি এবং দুনিয়া অর্জনের লোভে মগ্ন ছিলাম। আমার এলাকার ইসলামী ভাইদের সাথে আমার মেলামেশা খুব বেশি, তারা আমাকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে গেল। যখন আমি নামায পড়ে মসজিদে থেকে বের হতে লাগলাম। এতে এক খাইরখা ইসলামী ভাই (যে মসজিদের দরজার নিকটে দাঁড়ানো ছিল) আমাকে দরসে বসার অনুরোধ করে। ফয়যানে সুন্নাতের দরসের মধ্যে আমি বসে গেলাম। এটা আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে প্রথম সম্পর্ক। তার পরে আমি ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশে মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে পড়া শুরু করে দিলাম। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করি।

www.dawateislami.net

যেখানে আমার উৎসাহ উদ্দীপনা মদীনার ১২ চাঁন্দ লেগে গেল (উৎসাহ আরো বেড়ে গেল) কয়েক সপ্তাহ পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ান টেলিফোনের মাধ্যমে প্রচার হল। যেটাতে সমস্ত ইজতিমার শূরাকারা খুবই মনযোগ সহকারে শুনল। বয়ানের পরে আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইজতিমায়ী তাওবা এবং বাইয়াত করালেন, এতে আমিও আত্তারী হয়ে গেলাম। তারপরে যে সময় অতিবাহিত হতে লাগল, তাতে আমি মাদানী পরিবেশে গভীর ভাবে জড়িত হয়ে গেলাম। আমি আমার যেলী হালকার মধ্যে দুই বছর পযন্ত কাজ করে যাচ্ছি। মাদানী মহলের বরকতে আমি অনেক ফিকহী মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হলাম, ইলমে দ্বীন শিখার উৎসাহে আমি ১৯৯৯ সালের মধ্যে জামেয়াতুল মদীনা (ফয়যানে ওসমান গনি, গুলিস্তান জওহর বাবুল মদীনা করাচী) দরসে নেযামীতে ভর্তি হলাম। দরসে নেযামীর পাশাপাশি মাদানী কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। আমি আমার জামেয়ার মধ্যে খাদেম (জিম্মাদার) ছিলাম। ২০০৫ সালে অধ্যয়ন শেষ করার পর প্রিয় মুর্শিদে করীম আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমার মাথার উপর বরকতময় হাতে সবুজ পাগড়ী শরীফ বেঁধে দিলেন। আমীরে আহলে সুন্নাতের ফয়যানের সদকায় আজ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহল থেকে বিভিন্ন বিভাগ ও মাদানী কাজের মধ্যে নেকীর দাওয়াতের ব্যাপক সাড়া জাগানোর সৌভাগ্য অর্জন করছি।

ইলাহি হে আরজু তালীমে কুরআন আম হো জায়ে,
তিলাওয়াত করানা সুবহো শাম মেরা কাম হো জায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চলাফেরা করার সুন্নাত ও আদব

✱ পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না। (পারা- ১৫, বনীইসরাঈল, আয়াত- ৩৭)

✱ **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বর্ণিত রয়েছে: "এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহংকার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। তাকে ভূ-পৃষ্ঠে দাবিয়ে দেয়া হল। সে কিয়ামত পর্যন্ত দাবতেই থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১১৫৬পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮) ✱ **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো পথ চলতে চলতে কোন সাহাবীর হাত আপন হাত মুবারকে নিয়ে নিতেন। (আল মুজামুল কাবীর, ৭ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭১৩২) ✱ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুকে চলতেন মনে হত যেন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৮) ✱ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, না এত দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এত ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। ✱ রাস্তায় চলতে চলতে বিনা কারণে এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত করে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। ✱ চলতে ফিরতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়।

www.dawateislami.net

✱ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলতে চলতে কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে মারতে চলে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পা-গুলো আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝকো জযবা দে সফর করতা রহো পরওয়ার দিগার,
সুন্নাতো কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বার বার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে থাকে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net